আমাদের সময়

তারিখ ... 05 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা

নতুন করে ভাবতে হবে

শিক্ষা নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি সংস্থার জোট 'গণসাক্ষরতা অভিযান' সম্প্রতি দেশের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পরীক্ষা ঘিরে প্রাইভেট কোচিংয়ের রমরমা বাণিজ্য, পরীক্ষা হলে আসন বিন্যাসে অনিয়ম, একে অন্যের সাহায্যে দ্বার উন্মুক্ত, হল পরিদর্শকদের মুঠোফোনে বাইরে থেকে উত্তর সরবরাহ, প্রশ্নের উত্তর মুখে ও ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেওয়া, একজনের উত্তর অন্যজন দেখার সুযোগ করে দেওয়া, শেষ ৪০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পরীক্ষার হলে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি, শেষ সময় পরিদর্শকের সহায়তায় একজনের সঙ্গে অন্যজনের উত্তর মেলানো, পরীক্ষকদের উদারভাবে খাতা মূল্যায়ন, অর্থের বিনিময়ে উত্তরপত্রে গোপন কোড নম্বর ফাঁস করে দেওয়া, নন-শিক্ষকদের দিয়ে পরীক্ষার হল পরিদর্শন, গাইড ও সাজেশনের নামে একশ্রেণির শিক্ষকের প্রশ্ন বিতরণ, পাসের হার বাড়ানোর নামে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। আমরা জানি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোচিং বেআইনি, কিন্তু প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা চালুর পর তা আরও বেড়ে গেছে। সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গত বছর দেশে ৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ স্কুলে শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে হয়েছে। আর ৭৮ শতাংশ স্কুলে তা ছিল বাধ্যতামূলক।

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হলো জাতির ভিত্তিপ্রস্তর প্রস্তুত করা। জাতিকে কেমনভাবে দেখতে চাই তা নির্ভর করে ভিত্তিপ্রস্তর কেমন তার ওপর। কোনো জাতির ভিত্তি যদি মজবুত না হয়, তাহলে জাতিকে যথাযথ এবং উপযুক্ত করে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। বর্তমানে দেশে এমন একটা আবহ তৈরি করা হয়েছে, যেন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সার্টিফিকেটই একজন শিক্ষার্থীর জীবনের সবকিছু। আমাদের শিক্ষানীতি, যেটা সংসদে গৃহীত হয়েছে, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত করার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে অষ্টম শ্রেণির আগে পাবলিক পরীক্ষার বিধান নেই। তাহলে আমাদের এখানে ৫ম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার বিধান করা হয়েছে কোন যুক্তিতে? ৮ম শ্রেণি থেকে সমাপনী পরীক্ষার বিধান করা হলে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে পরীক্ষার বোঝা যেমন কমবে, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পরীক্ষা বাবদ সরকারের যে বিশাল একটা খরচের ব্যাপার আছে, সেটাও থাকবে না। এ টাকা তখন শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার নানা নেতিবাচক প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর পড়ছে। অসদুপায় অবলম্বন করছে। আমরা মনে করি, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা সুষ্ঠুতার আওতায় এনে একে মেধা যাচাইয়ের উপযোগী করে না তুলতে পারলে, তা অবিলম্বে বাতিল করাই শ্রেয়। কাজেই সবকিছু বিবেচনায় এনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে সরকার নতুন করে চিন্তাভাবনা করবে– এটাই প্রত্যাশা।